بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুমআ

সৈয়দনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ৩০শে অক্টোবর, ২০১৫-এর জুমআর খুতবার কিয়দংশ

তাশাহুদ, তাউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন,- হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর ঘটনাবলী এবং তাঁর (আঃ)এর কথিত যে সমস্ত বাস্তব ঘটনাবলী তিনি বর্ণনা করে গেছেন সেগুলি হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতাতে উল্লেখ করেছেন, বিভিন্ন স্থান হতে একত্র করে আজ আমি তা উপস্থাপন করবো। প্রত্যেকটি ঘটনা বা গল্প নিজের মধ্যে শিক্ষণীয় দিক রাখে। জামাতের সদস্যদের নিজ জ্ঞান বর্দ্ধিত করা উচিৎ, এ বিষয়টির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিরও উচিৎ চলমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান রাখা এবং ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান রাখা, বিশেষ করে মুরুব্বি বা মোবাল্লেগিনদের এদিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার। তাদের উচিৎ বিশেষভাবে এদিকে দৃষ্টি দেওয়া। বর্তমান পৃথিবীতে তো এ সমস্ত সূচনা বা তথ্য বড়ই সহজ পদ্ধতিতে তাৎক্ষণিকভাবে অর্জন করা সম্ভব এবং সহজলভ্য। যাইহোক হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর প্রেক্ষাপটে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যা জ্ঞানগত ক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যাপারে মনোযোগ আকর্ষণ করে। তিনি (রাঃ) বলেন,- এক ব্যক্তি ছিল যে বড় বুযুর্গ বা পুণ্যবান আখ্যায়িত হোত, এক বাদশাহের মন্ত্রী দৈবক্রমে কিভাবে তার ভক্ত হয়ে যায় এমনকি সেই মন্ত্রী বাদশাহকেও অনুপ্রাণিত করলো যে বাদশাহ যেন অবশ্যই সেই বুজুর্গের সাক্ষাৎ গ্রহণ করে। তিনি অর্থাৎ হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) লেখেন,- বলা যায় না সেই ব্যক্তিটি আদৌ পুণ্যবান ছিল কি না, কিন্তু পরবর্তীতে যে ঘটনাটি ঘটে তা হতে এটি অবশ্যই প্রকাশ পায় যে, সে বুদ্ধিহীণ বা নির্বোধ অবশ্যই ছিল। যখন বাদশাহ বা রাজা তার সাক্ষাৎ লাভের উদ্দেশ্যে তার নিকট পৌঁছালো তখন সেই বুজুর্গ বললেন,- মহারাজ! আপনার ন্যায় বিচার করা উচিৎ। দেখুন, সিকান্দার নামক যে বাদশাহ মুসলমানদের মধ্য হতে ছিলেন তিনি কিরূপ ন্যায়পরায়ণ এবং সুবিচারক ছিলেন, যার আজ পর্যন্ত কত সুনাম আছে।' অথচ সিকান্দার নামক বাদশাহ রসূল করীম (সাঃ) এর কয়েক শত বৎসর পূর্বে অতিবাহিত হয়েছেন বরং ঈশা (আঃ)এরও পূর্বের যুগের বাদশাহ ছিলেন কিন্তু সেই বুজুর্গ সিকান্দারকে রসূল করীম (সাঃ)এর পরবর্তী যুগের বাদশাহ আখ্যা দিতে গিয়ে তাকে মুসলমান বাদশাহ সাব্যস্ত করে ফেলে। পরিণামস্বরূপ দেখা গেল যে, বাদশাহের উপর প্রভাব পড়বে কি, বুজুর্গের প্রতি বাদশাহ প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ উঠে চলে আসেন। তো হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলছেন যে,- ইতিহাস বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্য পুণ্যবান হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় বা শর্ত নয়, কিন্তু এই সমস্যাকে সেই বুজুর্গ স্বয়ং আমন্ত্রন জানিয়েছে, যখন মানুষ সত্য হতে দূরে সরে গিয়ে কৃত্রিমতা অবলম্বন করে বুজুর্গ বা পুণ্যবান আখ্যায়িত হতে চায় বা আখ্যায়িত হওয়ার চেষ্টা করে,তখন এরূপ লাঞ্ছিত হয় এবং তার এরূপ পরিণাম হয়ে থাকে।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে,- মানুষ বড়ই দ্রুততার সহিত বা তড়িঘড়ি কাউকে অভিশাপ দিয়ে বসে। আমাদের নীতি এটিই হওয়া চাই যে আমরা কারুর জন্য অভিশাপ না করি বরং আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের জন্য দোয়া বা প্রার্থনা করা উচিৎ। কারণ এরাই তো অবশেষে ঈমান আনয়নকারী গন্য হবে। মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব বলতেন যে,- আমি ছাতের ঘরে থাকতাম, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বাড়ীর নিম্ন অংশে বাস করতেন। এক রাতে আমি নিম্ন অঞ্চল হতে এমন ক্রন্দনের শব্দ শুনতে পাই যেভাবে কোন নারী প্রসববেদনার জন্য চিৎকার করে থাকে। আমি আশ্চর্য হই এবং কর্ণপাত করে শুনতে থাকি, তখন জানতে পারি যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) দোয়া করছেন এবং তিনি আকুতির সহিত বলছেন যে, হে খোদা! প্লেগ এর মহামারী দেখা দিয়েছে এবং মানুষ তার ফলশ্রুতিতে মারা যাচ্ছে। হে খোদা! যদি এই সমস্ত মানুষ মারা যায় তাহলে তোমার উপর ঈমান বা বিশ্বাস কারা আনবে। এবার দেখুন, প্লেগ তো সেই নিদর্শন ছিল যার সংবাদ রসূল করীম (সাঃ) দিয়েছিলেন, প্লেগের নিদর্শনের কথা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর ভবিষ্যদ্বাণী হতেও প্রমাণিত অথচ যখন প্লেগ দেখা দিল তখন সেই ব্যক্তিই যাঁর সত্যতার প্রমাণস্বরূপ প্লেগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল খোদার দরবারে আকুতি-মিনতি জানায় আর বলে যে, হে আল্লাহ! এই লোকেরা মারা গেলে তোমার উপর ঈমান কে আনবে? সুতরাং মোমিনদেরকে সাধারণ লোকেদের জন্য অভিশাপ কদাপি করা উচিৎ নয়।

তিনি (আঃ) বলেন,- সুতরাং খোদাতাআলা যে সমস্ত ব্যক্তিদের উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছানোর জন্য আমাদের দন্ডায়মান করেছেন তাদের জন্য অভিশাপ কিভাবে করতে পারি। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এক স্থানে বলেন যে,- অর্থঃ- ও আমার হৃদয়! তুমি সেই ব্যক্তিদের চিন্তায় আবেগ ও অনুভূতির দিকে যত্নবান হও, যাতে তাদের হৃদয় মলীন না হয়, এমনটি না হয় যেন বিরক্ত হয়ে তুমি তাদের অভিশাপ দিতে আরম্ভ করে দাও'।

অর্থাৎ তিনি নিজেকে বলছেন যে, যাই হোক না কেন এরা তোমার রসূল করীম (সাঃ) এর সহিত ভালবাসা রাখে এবং সেই ভালবাসার নিমিত্তে তোমাকে ভৎর্সনা করে থাকে। মানবজাতি তো অজ্ঞ, তাদেরকে মৌলবীরা যা বোঝায় তারা সেটির বহিঃপ্রকাশ করে থাকে। সুতরাং আমাদের এই দোয়া করা উচিৎ যেন আল্লাহতাআলা উম্মতকে পাপাচারী আলেম ও বিভ্রান্ত নেতাদের হাত

হতে রক্ষা করেন, এবং মানবজাতিকে সত্যকে বোঝার ও চেনার সৌভাগ্য দান করেন। আবার এ কথা বর্ণনা করতে গিয়ে যে প্রকৃত মুসলমানের জন্য এটি অবধারিত যে, সমস্যা ও বিশৃঙ্খলা এবং বিপদাপদের আশঙ্কা যখন দেখা দেয় আল্লাহতাআলা তখন তার জন্য কল্যাণ ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ সৃষ্টি করে দেন। তিনি বলেন,- হযরত মৌলানা রোম এর একটি পংক্তি আছে- অর্থঃ সেই খোদা জাতির উপর যে সমস্ত বিপদাবলী দিয়েছেন, তার অন্তরালে তিনি অনেক বড় ধনভান্ডার বা সফলতা রেখেছেন। তিনি (আঃ) বলেন,- এটি প্রায়শই হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)পাঠ করে বলতেন যে,- যদি কোন জাতি বা জামাত সত্য সত্যই মুসলমান হয়ে যায় তাহলে তার সমস্ত সমস্যাবলী এবং সমস্ত বিপদাবলী যাতে সে জর্জরিত বা লিপ্ত আছে তার জন্য এটি পরিত্রাণ ও মুক্তির কারণস্বরূপ হয়, এবং সত্যকে মাপার বা যাচাইয়ের এটি বৃহৎ মাপকাঠি যে বিপদের পর সুখ লাভ হয়ে থাকে। আহমদীয়া জামাতের ইতিহাস সাক্ষ্য দান করে যে, প্রতিটি পরীক্ষা আমাদের জন্য আল্লাহতাআলার কৃপায় উন্নতির উপকরণ বা নিশ্চয়তা নিয়ে আসে।

আবার কু-ধারণার প্রভাব বাহ্যিক উপকরণ ছাড়াও মানুষের উপর শুধুমাত্র সাহচর্যের ফলেও হওয়া সম্ভব এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন,- কেউ কাউকে মন্দতে নিপতিত করতে প্ররোচনা প্রদান করুক বা না করুক, যদি কোন ব্যক্তি মন্দের সাহচর্যে সময় অতিবাহিত করে তাহলে সেই মন্দ প্রভাব তার মাঝে অজান্তে প্রভাব সৃষ্টি করতে থাকে, মন্দ ব্যক্তির প্রভাব তার অবচেতন মনে অনায়াসে তার উপর প্রভাব ফেলতে আরম্ভ করে দেয়। এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (রাঃ) বলেন যে,- এক সময় এক শিখ ছাত্র যে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ছিল, এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর সহিত তার আন্তরিক সম্পর্ক ছিল, সে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)কে বলে পাঠালো যে, পূর্বে আমার খোদার সত্তার উপর বিশ্বাস ছিল পরন্তু এখন আমার হৃদয়ে এ ব্যাপারে আস্থাহীণতার সৃষ্টি হচ্ছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলে পাঠালেন যে, তুমি কলেজে যে স্থানে প্রত্যহ উপবিষ্ট হও সেই স্থানটি পরিবর্তন করে ফেল। সুতরাং সেই ছাত্র স্থান পরিবর্তন করলো এবং সে বলে পাঠালো যে এখন তার খোদাকতাআলা সম্পর্কে কোন সন্দেহ রইলো না। তিনি (আঃ) বলেন যে,- সেই ছাত্রটির উপর কোন ব্যক্তির প্রভাব পড়ছিল, যে তার পাশে বসতো, এবং সে নাস্তিক ছিল। যখন সে স্থান পরিবর্তন করে নিল তার উপর সেই মন্দ প্রভাব পড়া বন্ধ হয়ে গেল ফলে সংশয়ও থাকলো না। এভাবে টেলিভিসনের অনুষ্ঠানাদি আছে, এ ব্যাপারে বড়দের স্মরণ রাখা উচিৎ যে, তারা বাচ্চাদের তো এই অনুষ্ঠান দেখা হতে বিরত করে থাকে কিন্তু তারা বাচ্চাদেরকে এরূপ অনুষ্ঠানাদি হতে বিরত করলেও যা বাচ্চাদের স্বভাব-চরিত্রের উপর মন্দ প্রভাব ফেলে তথাপি পিতামাতারও এটি দায়িত্ব যে, নিজ গৃহের পরিবেশকে পবিত্র-পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে, কারণ অজান্তেই সেই বিষয়গুলির প্রভাব বাচ্চাদের উপর পড়ে এবং তাদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও কু-প্রভাব দেখা দেয়।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এক স্থানে বর্ণনা করেন যে,- হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কিছু লোককে বলতেন যে দোয়ার প্রেক্ষাপটে সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজন হয়, তুমি সেই বস্তুটি বা মানত নির্ধারণ করো আমি দোয়া করবো। এই পদ্ধতি এজন্য তিনি অবলম্বন করতেন যাতে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এজন্য হযরত সাহেব বেশ কয়েক বার একটি ঘটনা শুনাতেন যে,- এক ব্যক্তি কোন এক বুজুর্গকে দোয়ার আবেদন করে জানায় যে তার গৃহের দলিলপত্র হারিয়ে গেছে। সেই বুজুর্গ বলেন যে,- আমি দোয়া করবো, তার পূর্বে আমার জন্য মিষ্টি বা হালোয়া নিয়ে এসো। এরপর যখন সে পায়েস ক্রয়ের জন্য দোকানে যায় আর দেখে যে, বিক্রেতা কাগজে মুড়ে মিষ্টি দেবার উদ্দোগ করছে আর তার দলিলপত্রের কাগজটি নিকটে পড়ে আছে, সেই ব্যক্তি সেটি দেখে চিৎকার করে বলে উঠে যে এটিকে ছিঁড়বে না, এটিই তো আমার গৃহের দলিদপত্র, এটির জন্যই আমি দোয়া করাতে ইচ্ছুক ছিলাম। মসীহ মাওউদ মাওউদ (আঃ)এর প্রেক্ষাপটে এরূপ বহু ঘটনা পাওয়া যায়। পুণ্য কর্মে একে অপরকে ছাড়িয়ে যাবার বা প্রতিযোগিতার ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে এক সময় তিনি (রাঃ) হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করেন যে, তিনি (আঃ) দুইজন সাহাবী সম্পর্কে প্রায়শই বলতেন। একজন সাহাবী ঘোড়া বিক্রয়ের জন্য বাজারে নিয়ে যান দ্বিতীয়জন তাঁকে মূল্য জিজ্ঞাসা করেন, প্রথমজন মূল্য জানায় কিন্তু ক্রয়কারী বললেন যে, না এটির মূল্য হোল এত এবং যে মূল্য তিনি বলেন সেটি বিক্রয়কারীর নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক ছিল। তাই তিনি (আঃ) বলেন যে,- এরূপ মান ছিল তাঁদের সততার, ন্যায়পরায়নতার, এটি একটি নগন্য ঘটনা। যেখানে এই বিষয়গুলি আমাদের তরবীয়তের বা প্রশিক্ষণের এবং নিজের উপকার সাধনের জন্য হবে অপরদিকে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও উপকারী হবে সেই সাথে জামাতের উন্নতির কারণ হবে। সুতরাং এই সততার, বিশ্বস্ততার মানকে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা উচিৎ।

আবার একটি বিশেষ বিষয় আছে, যেদিকে প্রত্যেক আহমদীর মনোযোগ দানের প্রয়োজন, তা হলো সর্বক্ষণ এটি স্মরণ রাখা যে, সমস্ত প্রশংসার ও সকল সৌন্দর্য্যের অধিকারী যিনি তিনি হলেন একমাত্র আল্লাহতাআলার সত্তা। এইরূপে কাউকে হেদায়াত বা সঠিক পথের দিশা দেওয়াও আল্লাহতাআলার কাজ এটি, আল্লাহতাআলা আমাদের অধীনে একটি কাজ দিয়েছেন সেটি হলো উপদেশাবলীর প্রকাশনা করা এবং বার্তা পৌঁছানো, হেদায়াত দেওয়া খোদাতাআলার কাজ আমাদের সাধ্য অবধি নিজস্ব সর্বক্ষমতা নিয়োজিত করে এ কাজটি সম্পন্ন করা উচিৎ এবং পরিণাম আল্লাহতাআলা স্বয়ং প্রদান করবেন। কখনো এ চিন্তা করা উচিৎ নয় যে, অমুক ব্যক্তি যদি হেদায়াত পেয়ে যায় আর আহমদী হয়ে যায় তো জামাত উন্নতি করবে।

অতএব আমাদেরকে আল্লাহতাআলার কৃপা অর্জনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা জরুরী। মানুষের উপর দৃষ্টি না রেখে আমাদের আস্থা নির্ভরতা আল্লাহতাআলার উপর থাকা দরকার এবং আমাদের যে কর্তব্য তা করা উচিৎ। তাই এ দোয়া করা আবশ্যক যে, আল্লাহতাআলা জামাতকে এমন ব্যক্তিত্ব দান করুন যারা নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার দিক হতে উন্নতিশীল হবেন এবং ধর্মীয় উন্নতিতে অগ্রগামী হবেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর মানবজাতিকে পথভ্রষ্টতা হতে রক্ষা করার জন্য কতই না বেদনা ছিল তার উদাহরণ দিতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) একটি ঘটনা বর্ণনা করনে যে,- হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর যুগে এক নিরক্ষর ও বুদ্ধিমতি মহিলা আগমন করে, এবং বলে যে, হুযুর! আমার পুত্র খ্রীষ্টান হয়ে গেছে, আপনি দোয়া করেন যেন সে মুসলমান হয়ে যায়। তিনি (আঃ) বলেন,- তাকে আমার নিকট পাঠানোর ব্যবস্থা করো, যাতে সে খোদাতাআলার কথা শুনতে থাকে। সে অসুস্থ ছিল এবং হযরত খলিফাতুল মসীহ আওয়াল (প্রথম)এর নিকট চিকিৎসার জন্য এসেছিল, সে যক্ষা রোগে আক্রান্ত ছিল। যাইহোক, সে যখন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর নিকট আসতে লাগলো তখন তিনি (আঃ) তাকে উপদেশ দিতে ও ইসলাম সম্পর্কে বুঝাতে লাগলেন, এবং খোদাতাআলা সেই মহিলার মিনতি গ্রহণ করে নিলেন এবং সেই ছেলেটি মুসলমান হয়ে যায় এবং ইসলাম গ্রহণের কিছুকাল পর মৃত্যুবরণ করে। সেই মহিলাটির এও জানা ছিল যে যদি ধর্মে প্রত্যাবর্তন করাতে কোন সর্বশেষ মানবীয় অজুহাত এর প্রয়োজন হয় তবে তা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর মধ্যে বিদ্যমান কারণ তাঁরই হৃদয়ে ইসলামের জন্য প্রকৃত বেদনা ছিল, এবং সেই প্রকৃত বেদনার সহিত অপরকে বার্তাও পৌঁছাতে পারেন, প্রচারও করতে পারেন এবং পরাজিতও করতে পারেন। এক স্থানে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর সংশোধনের পদ্ধতি উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে,- হযরত সাহেবের সংশোধনের পদ্ধতি বড়ই সূক্ষ্ম ও অদ্ভূত ছিল। এক ব্যক্তি তাঁর (আঃ)এর নিকট এল, তার নিকট উপকরণের অভাব ছিল এবং কথায় কথায় সে ব্যক্তি বলে ফেলে যে, সেই অভাবের দরুন সে রেলওয়ে টিকিটের বিশেষ ছাড়ের মাধ্যমে এসে পৌঁছেছে অথচ সেই মাধ্যমটি সম্ভবত অবৈধ ছিল। তিনি (আঃ) তাকে এক টাকা দিয়ে দিলেন (সে যুগে এক টাকার অনেক মূল্য ছিল) এবং মুচকি হেঁসে বলেন যে,- আশা করি ফিরে যাওয়ার সময় তোমার ঐরূপ করার প্রয়োজন হবে না। তাকে এটি বুঝিয়েও দিলেন যে, যা বৈধ কাজ তাই সর্বদা করা উচিৎ। আবার জামাতের সদস্যদেরকে কোন দক্ষতা শেখার ও পরিশ্রম করার দিকে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একটি ঘটনা বলেন যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর সময়ের এক ছেলে ছিল যার নাম ছিল ফাজ্জা, একদিন কিছু অতিথির আগমন হয়। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তাদের জন্য চা তৈরী করান এবং ফাজ্জাকে এবং তার সাথে আরেকটি পুরাতন ভৃত্য চেরাগকে চা পরিবেশনের জন্য পাঠালেন। যখন দুজন চা নিয়ে যায়, চেরাগ তো পুরাতন ভৃত্য হওয়ার দরুন পদমর্যাদা এবং উপবিষ্টদের ক্রমান্বয় অনুযায়ী সে চায়ের বাটি সর্বপ্রথম হযরত খলিফাতুল মসীহ আওয়াল কে দিল, কিন্তু ফাজ্জে সাহেব (তিনি (রাঃ) উপহাস স্বরূপ 'সাহেব' বলছেন) তার হাতটি ধরে ফেলে এবং বলে যে হযরত সাহেব কেবলমাত্র পাঁচজনের নাম নিয়েছিলেন, এঁর নাম তিনি নেন নি, হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে এমনটি ছিল তার বুদ্ধির পর্যায় যে এতটুকুও বোঝার শক্তি ছিল না, কিন্তু সে যখন মিস্ত্রির সাথে সংযুক্ত হলো তো মিস্ত্রি হয়ে গেল। সুতরাং হযরত মুসলেহ মাওউদ এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেন যে, মানুষ যদি সামান্য চিন্তা করে যে যারা অকর্মন্য বসে থাকে অন্যান্য দেশেও, গরীব দেশগুলিতে, এবং এখানেও এসে কিছু ব্যক্তি অকর্মণ্য বসে থাকে তারা কোন না কোন দক্ষতা এবং কাজ শিখে নিতে পারে এবং অর্থ উপার্জন করতে পারে বরং মানব সেবামূলক কাজে বা খিদমতে খালক্ এর কাজেও অংশ নিতে পারে।

খোদাতাআলার নিমিত্তে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর যে আত্মসম্মানবোধ ছিল তার উল্লেখ করতে গিয়ে একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে,- এখানে এক ব্যক্তি ছিলেন পরবর্তীতে যিনি খুবই নিবেদিত প্রাণ আহমদী হয়ে যান। তাঁর হযরত সাহেবের সহিত খুবই ভাল সম্পর্ক ছিল, কিন্তু আহমদী হওয়ার পূর্বে হযরত সাহেব কুড়ি বছর তার উপর ক্রুদ্ধ থাকেন, কারণ ছিল এটি যে, হযরত সাহেব তাঁর একটি কথায় প্রচন্ড অসন্তুষ্ট হয়ে যান তা এরূপে হয়েছিল যে,- সেই ব্যক্তির এক পুত্র মারা যায়, হযরত সাহেব নিজ ভ্রাতার সহিত তার গৃহে সমবেদনা ব্যক্ত করতে যান। তখন তিনি হযরত সাহেবের বড় ভ্রাতার সহিত আলিঙ্গন অবস্থায় ক্রন্দনরত হয়ে বলেন,- খোদা আমার উপর বড়ই অন্যায় করেছেন, নাউজুবিল্লাহ। তা শুনে হযরত সাহেবের এতই ঘৃণা জন্মে যে সেই ব্যক্তির চেহারাও দেখতে অনিহা প্রকাশ করতেন। পরবর্তীতে খোদাতাআলা সেই ব্যক্তিকে সৌভাগ্যপ্রদান করেন এবং তিনি এই সমস্ত অজ্ঞতা হতে বার হয়ে আসেন এবং আহমদীয়াত গ্রহণ করে নেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে,- আল্লাহতাআলার অস্তিত্ব সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) একটি ঘটনা বলতেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন যে,- হযরত মীর মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেব এর সাথে এক নাস্তিক পড়াশুনা করতো। একবার ভূমিকম্প এলো, তখন সেই নাস্তিকের মুখ হতে অনিয়ন্ত্রিতভাবে রাম রাম নিঃসৃত হয়ে গেল, সে প্রথমে হিন্দু ছিল, পরে নাস্তিক হয়ে যায়, মীর সাহেব তাকে প্রশ্ন করেন যে,- তুমি তো খোদার সত্তার অস্বীকারকারী, তবে তুমি রাম রাম কেন বললে। সে বললো, ভুলবশত: এমনটি হয়ে গেছে। সুতরাং খোদাতাআলার সত্তার এটি বড়ই প্রভাবশালী দলিল বা যুক্তি যে প্রত্যেক জাতিতে এরূপ চিন্তা বর্তমান।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর সহিত খোদাতাআলার ঐশী সমর্থন এবং সাহায্যের বিষয়ে তাঁর (আঃ)এর আন্তরিক পরিস্থিতির

উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এক স্থানে বলেন যে,- হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর এই অবস্থার এবং অনুভূতির অনুমান এই উদ্ধৃতি হতে করা যেতে পারে যা তিনি (আঃ) নিজ ব্যক্তিগত নোটবুকে লেখেন। এই উদ্ধৃতিতে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আল্লাহতাআলাকে সম্বোধন করে বলেন যে,- হে খোদা! আমি তোমাকে কিভাবে পরিত্যাগ করতে পারি? যেখানে কোন বন্ধু ও কোন সমব্যথী আমার কোন প্রকার সহায়তা করতে পারে না, সে সময় তুমি আমাকে সন্তুষ্টি প্রদান বা আশ্বস্ত করে থাকো, এবং আমার সহায়তা দান করে থাকো'। এটি হলো সেই নোটের মর্মার্থ। প্রত্যেক আহমদীর নৈতিক চরিত্রের মান অতিব উন্নত হওয়া উচিৎ, এ বিষয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বারংবার উপদেশ করেছেন এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব আদর্শ কি ছিল এবং বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গেও তাঁর কিরূপ সদাচরণ ছিল তার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে,- এক বন্ধুর নিকট হতে শোনা যে এক সময় হিন্দুদের মধ্য হতে একজন প্রচন্ড বিরোধীর স্ত্রী ভীষণ অসুস্থ হয়ে যায়। চিকিৎসক তার জন্য যে ঔষধের প্রস্তাব করে তাতে কস্তুরি বা মৃগনাভীও যুক্ত হোত, যখন সে অন্য কোথাও হতে কস্তুরি লাভ করতে পারলো না তখন লজ্জিত এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর নিকট উপস্থিত হোল, এসে নিবেদন করে যে, আপনার নিকট যদি কস্তুরি থাকে তো দয়া করে দিন। সম্ভবত তার এক বা দুই চুটকি কস্তুরির প্রয়োজন ছিল, পরন্তু তার নিজস্ব প্রতিবেদন এই যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কস্তুরির একটি ভরা শিশি আনেন এবং বলেন যে, আপনার স্ত্রী প্রচন্ড কষ্টের মধ্যে আছে, এটি পুরোটাই নিয়ে যান।

অশান্তি এবং বিশৃঙ্খলা এড়িয়ে চলার জন্য হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কি শিক্ষা দিতেন সে বিষয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলতেন যে, তাউন (প্লেগ) তা-ন হতে নির্গত, এর অর্থ হোল নেজা বা বর্শা নিক্ষেপ করা, সুতরাং সেই খোদা যিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর যুগে তাঁর (আঃ) এর শত্রুদের প্রতি শাস্তিমূলক নিদর্শন দেখিয়েছেন সেই খোদা আজও উপস্থিত আছেন, এবং আজও অবশ্যই নিজ শক্তির প্রদর্শন করবেন, আর কদাপি নিশ্চুপ থাকবেন না। আমরা নিরব থাকবো, এবং জামাতকে উপদেশ দেব যেন নিজ আবেগ অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করে বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দেয় যে, এমন একটি জামাতও পৃথিবীতে বর্তমান থাকতে পারে যে সমস্ত প্রকারের উত্তেজনাকে দেখে এবং শুনে শান্তিপ্রিয় থাকতে অভ্যস্ত।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন যে,- যদি কোন ব্যক্তি মনে করে যে দোয়া বা ইবাদতে অনুভূতি বা আবেগ সৃষ্টি হচ্ছে না তাহলে কৃত্রিমভাবে আবেগপূর্ণ কান্নার চেষ্টা করা, যার পরিণামে প্রকৃত আবেগ সৃষ্টি হয়ে যাবে। তিনি আরও বলেন যে,- আমাদের কতক ব্যাপারে ব্যর্থতা এবং শত্রুদের মাঝে এভাবে ঘিরে থাকা শুধুমাত্র এজন্য যে, আমাদের একাংশ এমন আছে, যারা দোয়া বা ইবাদতে অলসতা দেখাচ্ছে (হুযুর আইঃ বলেন আজও এরূপ হয়ে থাকে) এবং বহু লোক এমনও আছেন যারা দোয়া করতেই জানে না। তিনি বলেন যে, দোয়া মৃত্যুকে বরণ করার নাম। সুতরাং দোয়ার এটি বিশেষ শর্ত যে, মানুষ নিজের উপর এক প্রকার মৃত্যু আনয়ন করে নেয় কারণ যে ব্যক্তি জানে যে আমি এটি করতে পারি সে কখনও সাহায্যের জন্য কাউকে ডাক দেয়? সেইভাবে খোদাতাআলার নিকটও সেই ব্যক্তিই কিছু চাইবে যে নিজেকে তার সম্মুখে মৃত জ্ঞান করে এবং তার সম্মুখে নিজেকে সহায় শক্তিহীণ প্রকাশ করে। খোদাতাআলা বলেন যে,- মানুষ যতক্ষণ না আমার রাস্তায় মৃতপ্রায় না হয় সে পর্যন্ত দোয়া দোয়া বলে গণ্য হতে পারে না। দোয়া সেই ব্যক্তির দোয়া বলে গণ্য হবে যে কিনা নিজের উপর একপ্রকার মৃত্যুকে আনয়ন করে এবং নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। যে ব্যক্তি এই অবস্থার সৃষ্টি করতে সক্ষম সেই খোদার সম্মুখে সফলতা লাভকারী এবং তারই দোয়াসমূহ গ্রহণ করার উপযুক্ত হতে পারে।

আল্লাহতাআলা আমাদের সৌভাগ্য প্রদান করুন যেন আমরা নিজের মধ্যে নৈতিক চরিত্রের উন্নত মান প্রতিষ্ঠিত করতে পারি এবং ইবাদতেরও উন্নত মান প্রতিষ্ঠাকারী হতে পারি এবং খোদাতাআলা আমাদের সমস্ত দোয়ারও সৌভাগ্য প্রদান করুন ও তার অর্পিত দায়িত্ব পালনকারী বানান। আমীন

অনুবাদকঃ বুশরা হামীদ, নাজারাত নাশরো ইশাআতের নির্দেশক্রমে

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar 30th October, 2015

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To.....

.....

.....

NAZARAT NASHR-O-ISHAAT, QADIAN, INDIA